<u>সরিষা চাষের বিস্তারিত বিবরণী</u>

<u>সরিষা এর জাতের তথ্য</u>

জাতের নাম : টরি-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিঙ্গল। হাজার বীজ ২.৬-২.৭ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খাটো প্রকৃতির। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৫ ইঞ্চি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : এসএস-৭৫

জনপ্রিয় নাম : সোনালী সরিষা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং হলদে সোনালী। হাজার বীজ ৩.৫-৪.৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হেলে পড়ে না।বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.২ - ৮.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮-২.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : টিএস-৭২

জনপ্রিয় নাম : কল্যাণীয়া সরিষা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিঙ্গল বাদামি হাজার বীজ ২.৫-৩.০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪০%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩০-৩৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৮ - ৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৪৫ - ১.৬৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : আর এস-৮১

জনপ্রিয় নাম : দৌলত

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং লালচে বাদামী। হাজার বীজ ২.০-২.৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.৬ - ৮.৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.১-১.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫ - ৩০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯৫-১১৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : রাই-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ছোট,গোল ও রং লালচে বাদামী হাজার বীজ ১.৭-১.৯ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কিছুটা খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪.০ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.০-১.১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫ - ৩০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর) ।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-৬

জনপ্রিয় নাম : ধলি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং হলুদ। হাজার বীজ ৩.০-৪.০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড ও শিকড় শক্ত বিধায় ঢলে পড়ে না। পাকা সরিষা ঝরে পড়ে না। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০-৪৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.৬ - ৮.৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৯-২.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর) ।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-৯৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিঙ্গল কালো। হাজার বীজ ৩.৪-৩.৬ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.০ - ১০.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০-২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-৯৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং কালচে। হাজার বীজ ৩.৪-৩.৬ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফুলের রং সাদা। সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.০ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০-২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিঙ্গাল। হাজার বীজ ২.৫-৩.০গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ভারত থেকে এনে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪০%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩০-৩৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪.০ - ৫.৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২৫-১.৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৫-৯৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিংগল। হাজার বীজ২.০-৩.০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রাই সরিষা জাতীয়। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৩%। নাবী হিসেবে চাষ করা যায়। পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.০ - ৫.৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.২৫-১.৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫ - ৩০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯৫-১১৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫-১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিংগল। হাজার বীজ ৩.৫০-৪.০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জাতটি খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল। জাতটি নাবী হিসেবে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫০-৫৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.০ - ১০.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০-২.৫টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫ - ৩০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯৫-১১৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিঙ্গল। হাজার বীজ ২.৬-৩.২ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪০%। জাতটি টরি ৭ এর বিকল্প হিসেবে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৫-৩০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৮ - ৬.৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৪৫-১৬.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-৯৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিঙ্গাল। হাজার বীজ ৩.৭-৩.৯ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। তেলের পরিমাণ ৪২-৪৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.৮ - ১১.২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.২-২.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৫-৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং হলুদ। হাজার বীজ ৩.৫-৩.৮গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%। জাতটি টরি ৭ এর বিকল্প হিসেবে চাষ করা যায়। শুটি ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩০-৩৫ ইঞ্চি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৮ - ৬.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৪-১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং হলুদ। হাজার বীজ ৩.২৫-৩.৫০গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%। জাতটি টরি ৭ এর বিকল্প হিসেবে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪০ইঞ্চি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.০ - ৬.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫৫-১.৬৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫-১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং পিংগল। হাজার বীজ ৪.৭-৪.৯ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরা ও লবণাক্ততা (৩.৭২-৫.০৫ ds/m) সহনশীল।তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%। নাবী জাত হিসেবে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৭০-৮০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.০ - ১০.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০-২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২৫ - ৩০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯৫-১১৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সরিষা-১৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং হলুদ। হাজার বীজ ৩.৫-৩.৮ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প জীবনকালের ফসল। রোপা আমন ও বোরো এর মাঝামাঝি বপণ করা যাবে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.০ - ৭.২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭৫-১.৮০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনা সরিষা-১

জনপ্রিয় নাম : সফল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-৯৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক খড় সম্পন্ন উফশী জাত। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.০ - ৬.৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-২

জনপ্রিয় নাম : অগ্রনী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৫-৯০

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক খড় সম্পন্ন উফশী জাত। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৫-৯০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং লালচে কালো। হাজার বীজ ৩.৬-৪.০ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উফশী ও খাটো জাত। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.০০ - ৭.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : গোল ও রং লালচে কালো। হাজার বীজ ৩.৫-৩.৮ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উফশী ও খাটো জাত। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭.০০ - ৭.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৫-৯০

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, লবন সহিষ্ণু উফশী জাত।বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%। লবণাক্ততা সহনশীল (১৩ ডিএস/মি.)।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.০ - ৫.৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-৯৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ লম্বা, লবণাক্তসহিষ্ণু উফশী জাত (১৩ ডিএস/মি.)। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪.৫ - ৫.২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-৯৫দিন পর।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ গোল, রং কালচে। হাজার বীজ ৩.৫-৪.২৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ লম্বা, জীবনকাল একটু বেশী। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪%। লবণক্তুতা সহিষ্ণু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮.০ - ১০.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯৫-১১৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ গোল, রং কালচে। হাজার বীজ ৩.৩-৩.৮ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ উচ্চতায় খাটো, জীবনকাল একটু বেশী। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%। লবণক্তুতা সহিষ্ণু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯.০ - ৯.৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯৫-১১৫ দিন পর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৫-৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : হাজার বীজ ২.৯-৩.৩ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

৮৫-৯০ সেমি উঁচু। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.০ - ৬.৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিনপর।

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সরিষা-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৮-৮২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : হাজার বীজ ২.৮-২.৯৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

৯৫-১০৫ সেমি উঁচু। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫.৫ - ৬.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০ - ৩৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৮০-৯০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

সরিষা এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম সরিষা বীজে ৫০৮ ক্যালারি শক্তি রয়েছে। সরিষা বীজে ৪০ - ৪২% তেল হয়।এ ছাড়া ও সরিষার মধ্যে আছে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ আঁশ ও আমিষ। সরিষার মধ্যে আছে নিয়াসিন (ভিটামিন বি-৩) যা রক্তে কোলেস্ট্রোল কমিয়ে রাখতে সহায়তা করে। সরিষার মধ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স যেমন ভিটামিন বি-৬, থায়ামিন, ফোলেট, রিবোফ্লাভিন ও নিয়াসিন রয়েছে যা শরীরের স্নায়ুতন্ত্র সতেজ রাখতে সহায়তা করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

প্রযোজ্য নয়।

সরিষা এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : জমির প্রকারভেদে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে ।

চাষপদ্ধতি :

সরিষা বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে উভয় পদ্ধতিতেই বপন করা যায়। সারিতে বুনলে সার ছিটানো, নিড়ানী দেয়া ও সেচ প্রদানে সুবিধা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ১২ ইঞ্চি ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

পানি জমেনা এমন উঁচু-মাঝারী উচু বেলে দো আশ-এঁটেল দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ / শতক		প্রয়োগ পদ্ধতি
	সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা ৭, বারি সরিষা ৮, বারি সরিষা ১১, বারি সরিষা ১৩, বারি সরিষা ১৪, বারি সরিষা ১৫ ও বারি সরিষা ১৬ ইত্যাদি জাতের জন্য-	টরি ৭, কল্যাণীয়া, রাই-৫, দৌলত, বারি সরিষা ৯, বারি সরিষা ১২ ইত্যাদি জাতের জন্য-	
ইউরিয়া	১.০ – ১.২০ কেজি	৮১০ গ্রাম – ১.০ কেজি	সেচবিহীন চাষে সমুদয় সার একসাথে প্রয়োগ করতে হবে। সেচের ব্যবস্থা থাকলে অর্ধেক ইউরিয়া ও সমুদয় টিএসপি ও পটাশ সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া সার ৩৫-৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	৬৯০-৭৩০ গ্রাম	৬১০-৬৯০ গ্রাম	
এমওপি	৩৪০-৪০০ গ্রাম	২৮০-৩৪০ গ্রাম	
জিপসাম	৬১০-৭৩০ গ্রাম	৪৯০-৬১০ গ্রাম	
দস্তা	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	
বরিক এসিড	৪০-৬০ গ্রাম	৪০-৬০ গ্রাম	
পচা গোবর	৩২-৪০ কেজি	৩২-৪০ কেজি	

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার সময়) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিসের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। বপনের সময় মাটিতে রস কম থাকলে চারা গজানোর ১০-১৫ দিনের মধ্যে একটি হালকা সেচ দিতে হয়।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

জমিতে যেন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলস বা ঝাঁঝরি দিয়ে ঝরনা সেচ দিন। সেচের প্রয়োজনে জমির পাশে মিনি পুকুর করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখুন। ফ্রাকশনাল পাম্প দিয়ে ফিতা পাইপের সহায়তায় ঝরনা সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

<u>**সরিষা এর আগাছার তথ্য**</u>

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সারা বছর।

আগাছার ধরন : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ । বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সারা বছর।

আগাছার ধরন : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছ।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ। বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।চারা অবস্থা থেকে কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

<u>সরিষা এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য</u>

বাংলা মাসের নাম : কার্তিক

ইংরেজি মাসের নাম : অক্টোবর

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি জনিত জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির অতিরিক্ত পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : বিভিন্ন মিডিয়ায় আবহাওয়া বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় টেনে দিন।এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা পাবেন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

সরিষা এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : সরিষার ফ্লি বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট কালো রঙের পোকা।

ক্ষতির ধরণ : পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায় । আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন ; জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করুন; আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটান।

অন্যান্য :

হাত জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ করুন। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিন । ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তা ছেঁকে আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : সরিষার কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : মথ মাঝারি আকারের ধুসর রঙের কালসে ছোপ ছোপ ডোরাকাটা। পাখায় হালকা ঝালরের মতো সুক্ষ পশম থাকে। পীঠ বরাবর লম্বা লম্বি হালকা ধূসর /কালো চওড়া রেখা আছে। পুত্তলি গাঢ় বাদামি কাটার মতো অঙ্গ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : রাতের বেলা মাটি বরাবর চারার গোড়া কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : গোঁড়া

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গভীর চাষ দিয়ে পোকা পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন;চারা লাগানোর/বপনের পর প্রতিদিন সকালে জমি পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুড়ে পোকা বের করে মারুন। / রাতে আক্রান্ত জমির মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রাখলে তার নিচে কীড়া এসে জমা হবে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : সরিষার জাব পোকা/এফিড

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি. (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

সরিষা এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : অরোবাঙ্কি/ ঝাড় সরিষা

রোগের কারণ : পরজীবী আগাছা

ক্ষতির লক্ষণ : শিকড়ে আক্রমণ করে গাছ দুর্বল করে ফেলে, বাড়ন ও ফলন কম হয়। সেচের পানির সাথে বিস্তার ঘটে।

ক্ষতির ধরণ : শিকড়ে আক্রমণ করে গাছ দুর্বল করে ফেলে, বাড়ন ও ফলন কম হয়। সেচের পানির সাথে বিস্তার ঘটে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

ফুল আসার আগে জমি থেকে আগাছা অপসারণ। পরিমিত টিএসপি প্রয়োগ করুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

একই জমিতে বারবার সরিষা আবাদ করবেন না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : সরিষার অল্টারনারিয়া ব্লাইট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রাথমিক অবস্থায় সরিষা গাছের নিচের বয়স্ক পাতায় এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ ছত্রাকের আক্রমণে গাছের পাতা, কান্ড ও ফলে চক্রাকার কালচে দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ঝলসে যায়। ফলে সরিষার ফলন খুব কমে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ দেখামাত্র ম্যানকোজেব অথবা ম্যানকোজেব + মেটালক্সিল জাতীয় বালাইনাশক (যেমন: ডায়াথেন এম ৪৫ অথবা রোভরাল ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন (ধলি, দৌলত, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮) কিছুটা পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল জাতের সরিষার চাষ করুন। রোগ মুক্ত বীজ ব্যবহার করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত জমি থেকে পরবর্তী চাষের জন্য বীজ রাখা যাবেনা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : টরী জাতীয় সরিষা ৭০-৯০ দিন এবং রাই জাতীয় সরিষা ৯০-১২০ দিনের ৭০-৮০% ফল /শুঁটি পরিপক্ক হলে শুটিসহ গাছ খড়ের রং ধারণ করে। এ সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করুন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

শুটিসহ গাছ উপড়ে বা গাছ কেটে ফসল মাড়াই করার জাগায় এনে লেপা/পাকা খোলা বা ত্রিপল/পলিসিটের উপর কয়েক দিন গাদা করে রাখুন। ২-৩ দিন রোদে গাছ শুকিয়ে শুকিয়ে নিন। পরে লাঠি /গরু দিয়ে মাড়াই করুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

মাড়াই করার পর বীজ কুলা দিয়ে ঝেরে নিন। ছোট ছিদ্রের চালুনি দিয়ে খোসা ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাছাই করে নিন। পরিস্কার বীজ কয়েক দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন। এ সময়ে অন্যন্য জাত বা অন্য বর্জ্য যেন বীজের সাথে না মিশে।

সংরক্ষণ : রোদে শুকানোর পর গরম অবস্থা বীজ সংরক্ষণ করলে অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা বায়ুরোধী পাত্রে, টিনে বা ড্রামে পুরাপুরি ভরে মুখ বায়ুরোধী করে বন্ধ করুন। ইদানিং ভারি পলি ব্যাগে বীজ ভরে তা চটের বস্তায় ঢুকিয়ে রাখা সাশ্রয়ী প্রযুক্তি। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখ ভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে।পাত্রের মুখে ও গায়ে লেবেল বা বীজের বিবরণ লিখে/ চিহ্ন দিয়ে রাখুন। সংরক্ষণের জন্য বীজ ভর্তি পাত্র মাটির সংস্পর্শে না রেখে মাচার উপর রাখুন। বীজপাত্র কম আর্দ্র ঘরের শীতল স্থানে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

অন্য জাত ও কপি জাতীয় ফসল থেকে ৫ মিটার নিরিপদ দূরত্ব জায় রাখুন। বীজ ৩০ সেমি দূরে দূরে সারিতে বুনুন। বোনার ১০-১৫ দিনের মধ্যে ২-৩ সেমি দূরে দূরে একটি করে গাছ রাখুন।ফসল বালাইমুক্ত রাখুন। টরী জাতীয় সরিষা ৭০-৯০ দিন এবং রাইজাতীয় সরিষা ৯০-১২০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করুন। শুঁটি পরিপক্ক হলে শুটিসহ গাছ খড়ের রং ধারণ করে। এ সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করুন।শুটিসহ গাছ উপড়ে বা গাছ কেটে ফসল মাড়াই করার জাইগায় এনে লেপা/পাকা খোলা বা ত্রিপল/পলিসিটের উপর কয়েক দিন গাদা করে রাখুন। ২ ৩ দিন রোদে গাছ শুকিয়ে শুকিয়ে নিন। পরে লাঠি /গরু দিয়ে মাড়াই করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

মাড়াই করার পর বীজ কুলা দিয়ে ঝেরে নিন। ছোট ছিদ্রের চালুনি দিয়ে খোসা ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাছাই করে নিন। পরিস্কার বীজ কয়েক দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন। এ সময়ে অন্যন্য জাত বা অন্য বর্জ্য যেন বীজের সাথে না মিশে।রোদে শুকানোর পর গরম অবস্থায় বীজ সংরক্ষণ করলে অংকুরোদগম ক্ষমতা কমেযেতে পারে। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা বায়ুরোধী পাত্রে, টিনে, বা ড্রামে পুরাপুরি ভরে মুখ বায়ুরোধী করে বন্ধ করুন। ইদানিং ভারি পলি ব্যাগে বীজ ভরে তা চটের বস্তায় ঢুকিয়ে রাখা সাশ্রয়ী প্রযুক্তি। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখ ভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে।বীজ পাত্রের মুখে ও গায়ে লেবেল বা বীজের বিবরণ লিখে/চিহ্ন দিয় রাখুন। সংরক্ষণের জন্য বীজ ভর্তি পাত্র মাটির সংস্পর্শে না রেখে মাচার উপর রাখুন। বীজপাত্র কম আদ্রতা সম্পন্ন ঘরের শীতল স্থানে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

১। বীজ উৎপাদন কারী চাষি, ডিএই র প্রকল্প, বিএডিসি ও কোম্পানীর বীজ ডিলার এর দোকান।

২। বি এ আর আই ও বিনা এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সরিষা এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : সরিষা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম ও পশু।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কম জমি জমভনযোগস সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধাজনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : পাওয়ার টিলার।/হাই স্পডি রোটারি টিলার

ফসল : সরিষা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলতি পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটারি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। তা একটি উন্নত মানরে শুকনা জমি চাষরে যন্ত্র। ১২অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পার। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্ররে রোটারি ব্লেড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায়জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভজ্ঞি মকোনকি দিয়ে যন্ত্র পরর্বতী কাজরে জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

<u>সরিষা এর বাজারজাত করণের তথ্য</u>

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের খাচা, বাঁশের ঝুড়ি ,চটের থলে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।